হাওরের মহাবিপর্যয় বিষয়ে নাগরিকদের বক্তব্য

['হাওরের মহাবিপর্যয়ে উদ্বিগ্ন নাগরিকবৃন্দ'-এর পক্ষ থেকে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্য:
২৪শে এপ্রিল ২০১৭, জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা]

আপনারা জানেন যে আগাম বন্যায় হাওর অঞ্চলে মহা বিপর্যয় নেমে এসেছে। গত ২৯শে মার্চ থেকে শুরু হয়ে গত ২৬ দিন ধরে কৃষকদের চোখের সামনে একটার পর একটা মাঠ তালিয়ে গেছে। কৃষি দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী এ বছর হাওরের ৭ জেলায় মোট সাড়ে ৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে ধানচাষ করা হয়, উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় প্রায় ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন চাল । বর্তমান বাজার দরে যার মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু গণমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী গতকাল পর্যন্ত হাওর অঞ্চলের মোট জমির ৮০% ঐ অকাল বন্যায় পানির নীচে তলিয়ে গেছে। টাকার অঙ্কে যে ক্ষতি ৫ হাজার কোটি টাকার অধিক। এ ছাড়া সরকারী ভাষ্য অনুযায়ী পানির নীচে ধান পচে এমোনিয়াসহ নানাবিধ কেমিক্যাল দূষণে হাওরের বিভিন্ন এলাকায় ইতিমধ্যে ২ হাজার মেট্রিক টন মাছ নষ্ট হয়েছে। কাঁকড়া, ব্যাঙসহ অন্যান্য জলজ-প্রাণীর মৃত্যুর পরিমাণের কোনো হিসাব অবশ্য সরকারী-বেসরকারী কোনো তরফেই কেউ দেয়নি।

মেঘালয়ে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে খনিজ আহরণ, তার বিরুদ্ধে খাসিয়া ছাত্র সংগঠনের প্রতিবাদ, সীমান্তের তিন মাইল উজানে রানিকর নদীর পরিবেশ বিপর্যয় ইত্যাদির সূত্র মিলিয়ে এখানকার অনেকেই উজান থেকে ইউরেনিয়ামের মতো বিপজ্জনক রেডিও-একটিভ বর্জ্য ভেসে আসায় হাওরে এই পরিবেশ বিপর্যয় দেখা দিয়েছে বলে অভিযোগ করলেও আনবিক শক্তি কমিশনসহ সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রাথমিকভাবে এইসব অভিযোগের প্রমাণ পাননি বলে দাবী করেছে। তবে অধিকতর তদন্ত ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সংগৃহীত নমুনা ল্যাবরেটরীতে পাঠানো হয়েছে বলেও তারা জানিয়েছেন।

এছাড়া গতকাল আন্তঃমন্ত্রণালয়ের বৈঠকে হাওরের ক্ষতিগ্রস্ত ৩ লক্ষ ৩০ হাজার কৃষক পরিবারকে আগামী ৯০ দিন পর্যন্ত প্রতিমাসে ৩০ কেজি করে চাল এবং প্রতিমাসে ৫০০ টাকা করে বরাদ্দ করেছে বলে জানানো হয়েছে। এ বরাদ্দ যে হাওরবাসীর সাথে প্রহসন তা সরকারেরও জানা আছে। সরকারী হিসেবেই হাওরের প্রায় ২৪ লক্ষ পরিবার একমাত্র বোরো চাষের উপর নির্ভরশীল।

আর ঠিকাদারেরা সঠিক সময়ে যথাযথ পদক্ষেপ না নেয়ায় ফসল রক্ষাবাঁধ ভেঙে গেছে বলে স্থানীয় কৃষকদের অভিযোগ তদন্ত করা হবে বলেও মন্ত্রণালয়ের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। অথচ দুদক কয়েকজন ঠিকাদারের বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা পেয়েছে বলে দাবী করেছে। জেলা প্রশাসন অভিযুক্ত ঠিকাদারদের বকেয়া বিল তদন্ত শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ছাড় না করার জন্য কর্তৃপক্ষ বরাবর চিঠিও পাঠিয়েছে।

আপনারা জানেন, হাওরের এ বিপর্যয় নজীরবিহীন। আগাম বন্যায় ফসলহানি হাওরে নতুন নয়,অস্বাভাবিকও নয়। প্রায় প্রতি বছরই কোনো-না-কোনো বাঁধ ভেঙে যায় আর কৃষকেরা ফসল হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়। কিছুদিন প্রতিবাদ হয়, দুর্নীতিবাজদের শাস্তির দাবীতে মিছিল-মিটিং হয়, কিন্তু কোনও দিন কারো বিচার হয় না। কিন্তু মার্চ মাস শেষ হওয়ার আগে আগাম বন্যার কোনো রেকর্ড হাওরবাসীর জানা নাই। আর কোনো আগাম বন্যায় হাওরের ৭ জেলা একসাথে আক্রান্ত হয়েছে, হাওর অঞ্চলের ৮০ ভাগ ফসল তলিয়ে গেছে তারও নজীর নাই। আগাম বন্যায় ফসলহানির ঘটনা ঘটলেও এইসব আগাম বন্যা অন্যদিক থেকে মৎস্য সম্পদের প্রজনন মৌসুমের আগে আগে মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তাই করতো। কিন্তু এবারের ঘটনা শুধু বিপরীত নয়, বরং নজীরবিহীনভাবে বিধ্বংসী। কতো মাছ মারা গেল তার পরিমাপ কোনোভাবে করা সম্ভব হলেও কতো জীব-অণুজীব চিরতরে ধ্বংস হয়েছে বা ধ্বংসের পথে তা অনুসন্ধানের উদ্যোগ কেউ নিয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। প্রজনন-মৌসুমের এ দুর্ঘটনা হাওরকে মৎস্যশূন্য করে ফেলার ঝুঁকি তৈরী করেছে।

আমাদের আশংকা হাওর অঞ্চল প্রকৃতপক্ষে কতোটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ চিত্র পেতে আমাদের আরো অপেক্ষা করতে হবে। তবে এ অঞ্চলে খাদ্যসমস্যা, পানিবাহিত বিবিধ রোগের প্রাদুর্ভাব, পশুখাদ্যের সংকট, কর্মসংস্থানের অভাব, বেসরকারী ঋণদাতাদের কিস্তি-পরিশোধের চাপ এবং দারিদ্র্যের কারণে শিশুদের শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া, চিকিৎসা সুবিধার অভাবে অকাল মৃত্যু ইত্যাদি সমস্যা অচিরেই প্রকট হয়ে উঠবে। আগামী মৌসুমে বোরো আবাদের কি হবে তা অনিশ্চিত, তবে এটা নিশ্চিত বাংলাদেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় পিছিয়ে পড়া, অভাবগ্রস্ত এ অঞ্চলটির ক্ষতিগ্রস্ত মানুষেরা আরো পিছিয়ে পড়বে। অভাবের কারণে যে বিপুল সংখ্যক মানুষ এলাকা ত্যাগ করে শহরমুখী হবে তাদের স্থানসংকুলান এবং কর্মসংস্থানের যোগান দেওয়ার জন্য আমাদের শহরগুলি প্রস্তুত নয়।

বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য